সেমিনার

আয়োজনেঃ

হিউম্যান রাইটস এন্ড পিস ফর বাংলাদেশ (HRPB)

বিষয়ঃ "দুর্নীতি দমনে আইনজীবি ও বিচার বিভাগের ভূমিকা"

তারিখ ঃ ২০.০৭.২০১৯ ইং, শনিবার, সকাল ১০.৩০ টা

স্থান ঃ তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া হল, জাতীয় প্রেস ক্লাব ঢাকা।

মূল প্রবন্ধ - ব্যারিস্টার হাসান এম. এস. আজিম

উপস্থিত সুধীবৃন্দ ও আইনজীবি বন্ধুগন;

আস-সালামু আলাইকুম।

আজকের সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি জনাব এডভোকেট মনজিল মোরসেদ, প্রেসিডেন্ট, HRPB;
সম্মানিত প্রধান অতিথি, দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মহোদয় জনাব ইকবাল মাহমুদ স্যার;
বিশেষ অতিথিবৃন্দ, বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন কমিটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ন সদস্য, বিশিষ্ট সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি জনাব ব্যারিষ্টার এম. আমীর উল ইসলাম স্যার;
বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত মাননীয় বিচারপতি জনাব বিচারপতি মোঃ নিজামুল হক স্যার;
এবং
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন আইনমন্ত্রী ও বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবি, প্রবীণ সংসদ সদস্য জনাব এডভোকেট আব্দুল মতিন খসরু স্যার।

সূধীবৃন্দ;

সর্বপ্রথম, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি বিষয়ের উপর বহু গুনী ব্যক্তিবর্গের মাঝে আমার মত ক্ষুদ্র একজন আইনজীবিকে এই প্রবন্ধ উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়ার জন্য মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সেই সাথে অত্র সেমিনার আয়োজনের জন্য এইচ.আর.পি.বি কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। এর আগ্রাসন থেকে সমাজকে মুক্ত করতে না পারলে সমাজে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

দুর্নীতির সংজ্ঞা

সাধারণ অর্থে, দুর্নীতি বলতে আমরা বুঝি আইন বা তৎসম অন্যান্য নিয়মনীতির পরিপন্থী কাজের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক কিছু সুবিধা দেওয়া বা নেওয়া। এ মাপকাঠিতে দুর্নীতির সংজ্ঞা বিস্তর রূপ নেয়। তবে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আমাদের উচিত হবে দুর্নীতির সংজ্ঞাটিকে নিজেদের প্রয়োজনানুসারে সঠিক ব্যপ্তি দেওয়া। অর্থাৎ, আমাদের দেশের আইনী কাঠামো, দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত জনবলের অপ্রতুলতা, বিচারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি মাথায় রেখে কতটুক কি প্রক্রিয়ার প্রতিরোধ বা দমন করা যায় তা ঠিক করা। দুর্নীতি দমনে আমাদের ততটুকু আলোকপাত করা প্রয়োজন যতটুকু দুর্নীতি দমনে আমাদের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ন। অন্যথায় হীতে বিপরীত হতে পারে এবং দুর্নীতি দমনের মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতে পারে।

আইনী কাঠামো

দুর্নীতি দমনে আমাদের দেশের মূল আইনী কাঠামো বর্তমানে "দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪" দ্বারা পরিচালিত। ২০০৪ সালের এই আইনের অধীনে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) গঠিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনকে বলা হয় একটি স্বাধীন, নিরপেক্ষ কমিশন। এই কমিশনের নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট রয়েছে। উচ্চতর আদালতে মামলা পরিচালনার জন্য কমিশনের নিজস্ব আইনজীবি প্যানেল রয়েছে। ২০০৪ সনের আইনের অধীনে তফসীলভূক্ত যে কোন অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্তের ভার আইনে কমিশনের উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। তফসিলভূক্ত অপরাধসমূহের মধ্যে আছে দন্ডবিধির কতিপয় ধারার অধীনে অপরাধ, যা সরকারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। এছাড়াও আছে Prevention of Corruption Act, 1947 এর অধীনে অপরাধসমূহ, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর অধীন ঘুষ ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধসমূহ এব উপরোক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত দন্ডবিধির ১০৯, ১২০(বি) ও ৫১১ ধারার অধীনে অপরাধ সমূহ।

দুর্নীতির কারন সমূহ

ভীনদেশী এক সাংবাদিক বহুদিন আগে বাংলাদেশে এসে কয়েকদিন থাকার পর এক প্রতিবেদনে লিখেছিলেন, এদেশের সামান্যতম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তিও তার সে ক্ষমতা অর্থ উপার্জনে ব্যবহার করে। আমার মতে এটা সম্ভব হচ্ছে মূলত বিচারহীনতার সংস্কৃতিক কারনে। আমাদের দেশে জবাবদিহীতার যে প্রক্রিয়া তা অত্যন্ত দূর্বল, এক অর্থে প্রায় নেই বললেই চলে। সে কারনেই ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন একটি নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিনত হয়েছে। দুর্নীতি ক্যান্সারের মতো সমাজের গুরুত্বপূর্ন অঙ্গে অঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে। দুর্নীতির মূল কারন হিসেবে কোন সমস্যাকে এককভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে সব কিছুর মূলে রয়েছে কতিপয় মানুষের সীমাহীন লোভ। সামাজিক বিভিন্ন কারণে তারা এ সকল লোভ সংবরন করতে পারে না। তার কারন গুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে সচেতনতার অভাব, সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সর্বোপরি পরিবার থেকে সুশাসিত ভাবে গড়ে না ওঠা। এছাড়াও সামগ্রিকভাবে সাধারন মানুষের সচেতনতার চরম অভাব দুর্নীতি বিস্তারে একান্ত সহায়ক বলে মনে করি। আপাত: দৃষ্টিতে আইনের শাসনের অভাব, সুশাসনের অভাব, জবাবদিহিতার অভাব এবং বিচারহীন সংস্কৃতির কারনেই দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

সমাজে দুর্নীতির বিরুপ প্রভাব

এটি যেমন সত্য যে একটি দরিদ্র দেশে দুর্নীতির বিস্তার একটি স্বাভাবিক পরিণতি, এটাও একইভাবে সত্য যে একটি দেশের দারিদ্রতার অন্যতম কারন হচ্ছে দুর্নীতি। অর্থাৎ দুর্নীতির কারনে আইনের শাসন মুখ থুবড়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে উন্নয়ন ও গনতন্ত্রও হুমকির মূখে পড়ে। জনগনের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় দুর্নীতির তীব্র বিরুপ প্রভাবের কারনে প্রতিনিয়ত সাধারন মানুষের আইনগত ও মৌলিক অধিকার দুটোই খর্ব হয়। সমাজে সকল পর্যায়ে থেকে প্রতিযোগীতা হারিয়ে যায় এবং মেধাবীরা হতাশায় ডুবে গিয়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পায় না। ফলে সকলস্তরে যথাযথ মানের অবনতি ঘটে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে অকার্যকার কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়। বিদেশী বিনিয়োগ অনুৎসাহিত হয় এবং এর ফলে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে জাতি বঞ্চিত হয়।

সামাজিক প্রতিকার

'দুদক আইন, ২০০৪' প্রনয়নে যে চেতনা কাজ করেছে তা হলো 'প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে ভালো'। সে কারনে উক্ত আইনে ১২টি নির্দেশিত করনীয়র মধ্যে ৭টিই প্রতিরোধমূলক। দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা ছাড়াও দুদকের করনীয় এর মধ্যে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া দুদকের কর্মকান্ডের একটি অংশ। তবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজে একটি দৃড় নৈতিক অবস্থান সৃষ্টি করতে পারলেই অদূর ভবিষ্যতে একটি দুর্নীতিমূক্ত সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে। সেকারণে দুর্নীতি দমনে তিন ধাপে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহন করা সমীচিন হবে। তা হলোঃ

ক। দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। খ। স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা। গ। বর্তমানে সংগঠিত ও উদঘাটিত অপরাধ সমূহের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতি গঠনে নীতিনৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। বিশেষ করে কোমলবয়সী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে অর্থাৎ ১ম - ৮ম শ্রেনীর ছাত্র ছাত্রীদের মাঝে দুর্নীতি বিরোধী শিক্ষা এবং দুর্নীতির বিরুপ প্রভাবে দেশ ও জাতির উন্নয়ন কিভাবে বাধাগ্রস্ত হয় সে ব্যাপারে যথাযথ সিলেবাস বিস্তারিতভাবে নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত করতে হবে।

স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে বিভিন্ন প্রকার সেমিনার সিম্বোজিয়াম গণ বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে মানুষের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সার্বিকভাবে বলা যায় যে আমাদের সবার মধ্যে এই সচেতনতা আনতে হবে যাতে সবাই উপলব্ধি করে সমষ্টিগত প্রতিরোধ মাধ্যমেই দুর্নীতি দমন সম্ভব হবে এবং তা করতে হবে দেশের প্রতি চরম ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধের অবস্থান থেকে।

আইনজীবিগনের ভূমিকা

দুর্নীতি দমনের বিষয়টি আইনের শাসনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত বিধায় আইনজীবিরা দুর্নীতি দমনে সবচেয়ে ফলপ্রসু অবদান রাখতে পারে। আইনজীবিগন আইনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকেন। ফলে তাদের জন্য দুর্নীতি প্রতিরোধে আইনমাফিক কার্যকর ভূমিকা গ্রহন অপেক্ষাকৃতভাবে সহজতর হয়।

যেহেতু আইনী উপদেশ ও আইনজীবির সাহায্য নেয়া যে কোন ব্যক্তির একটি মৌলিক অধিকার, অতএব আইনজীবিগনের কাছে সাধারণ জনগণ আইনী সহায়তার জন্য আসবে এটাই স্বাভাবিক। যখন কোন ব্যক্তি দুর্নীতি

মামলায় অভিযুক্ত হয়ে কোন আইনজীবির কাছে পরামর্শ চাইতে আসেন, তখন যেকোন সচেতন আইনজীবি দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতার অবস্থান থেকে প্রথমেই দেখবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপাদান ওই মামলায় আছে কিনা। যদি সে আইনজীবি মনে করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিপক্ষে যথেষ্ট সাক্ষ্য প্রমান রয়েছে যাতে সে দোষী সাব্যস্ত হতে পারে, তবে সে আইনজীবির উচিত হবে বিনা কারণে সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করার চেষ্টা না করা। বরং আইনের বিধান অনুযায়ী যদি সে আইন মেনে তার মক্কেলকে দোষ স্বীকার অনুকম্পার ভিত্তিতে সাজার মাত্রা কমানোর চেষ্টা করেন তবে সেটাই হবে আইনসিদ্ধ।
অপরদিকে যে সকল আইনজীবি প্রসিকিউশন পক্ষে কাজ করবেন তাদের উচিত হবে অত্যন্ত যত্নের সাথে দুর্নীতির যে অভিযোগ সে সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণ যথাযথভাবে আদালতের সামনে তুলে ধরা এবং অভিযোগ প্রমানে সচেষ্ট হওয়া। এই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট আইনজীবিকে যে ধারার অধীনে অভিযোগ তিনি প্রমানের চেষ্টা করছেন যে ধারার উপাদানসমূহ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখতে হবে এবং সাক্ষ্য প্রমাণের কোন অংশটি সংশ্লিষ্ট ধারার কোন উপাদানের সাথে সম্পর্কিত সেটি ধারাবাহিক ভাবে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে সাজিয়ে আদালতে উপস্থাপন করতে হবে। মনে রাখতে হবে প্রসিকিউশন পক্ষের উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমানই অভিযোগ প্রমানের একমাত্র ভিত্তি। সুতরাং সমগ্র সাক্ষ্য প্রমানকে চুলচেরা বিশ্লেষণের মাধ্যমে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন সংশ্লিষ্ট অভিযোগ প্রমাণের ব্যাপারে কারো মনে কোন সন্দেহ না থাকে।
এ ক্ষেত্রে দুদকের একজন প্যানেল আইনজীবি হিসেবে উচ্চতর আদালতে মামলা পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমি দেখেছি যে প্রসিকিউশন পক্ষের, বিশেষ করে তদন্তকারী কর্মকর্তার ও সে সঙ্গে প্রসিকিউশন পক্ষের আইনজীবির চিন্তাধারায় সামঞ্জস্যহীনতার কারনে অনেক সময় অনেক ভালো মামলায়ও উচ্চ আদালত অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। উদাহারণ স্বরুপ বলা যায় একটি মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তা ২১ জন সাক্ষীর নাম চার্জশীটে উল্লেখ করেছিলেন। এর মধ্যে শুধুমাত্র ৮-১০ জন সাক্ষীই যথেষ্ট ছিল মামলার অভিযোগ প্রমানে ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি ২১ জন সাক্ষীকেই কোন চিন্তভাবনা ছাড়াই আদালতের সামনে পেশ করেন। ফলে অনেক সাক্ষী বহু অপ্রাসঙ্গিক সাক্ষ্য দিয়ে এবং আসামী পক্ষের জেরায় বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রদান করে প্রসিকিউশন মামলায় যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি করে। যার কোন প্রয়োজন ছিল না। ফলে উচ্চ আদালত সংশ্লিষ্ট অভিযোগটি সন্দেহাতীতভাবে প্রমানিত হয়নি বলে রায় দেন। এভাবেই প্রসিকিউশন পক্ষের ছোটখাটো গাফিলতির কারণে অনেক অভিযোগের সত্যতা প্রমানে দুদক আদালতে ব্যর্থ হয়।

এই সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে অভিজ্ঞ আইনজীবিদের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তা ও প্রসিকিউশন পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিদের নিয়মিত প্রশিক্ষন প্রদান ও বিভিন্ন সভা সেমিনারে আলোচিত মামলাসমূহ নিয়ে ভিডিওচিত্র ও প্রামান্যচিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যিকার ট্রায়ালে বিচার প্রক্রিয়ায় প্রসিকিউশন পক্ষ কি কি ধরনের আইনগত অবস্থান কোন কোন অবস্থায় নিবেন সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করা।
আদালতের মামলা ছাড়াও সচেতন আইনজীবিগন নিজ নিজ এলাকায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতির বিরুপ প্রভাব সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে সে ব্যাপারে জনগনকে সচেতন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন। মনে রাখতে হবে দুর্নীতিকে হালকা ভাবে নেওয়ার কোন সুযোগ নেই। কেননা, আমরা যদি সম্মিলিত ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমষ্টিগত অবস্থান নেওয়ার ব্যাপারে জনগনকে উদ্বুদ্ধ বা সচেতন করতে না পারি, অচিরেই দুর্নীতির কালো থাবাই আমাদের এই প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করতে পারে। তখন সে দায়ভার শুধু আমাদেরই নিতে হবে।

আদালতের ভূমিকা

আমাদের দেশে জনসংখ্যার তুলনায় বিচারকের সংখ্যা অপ্রতুল, আদালতে কাঠামোগত দিক থেকেও অপ্রতুলতা অনস্বীকার্য নয়। স্বাভাবিকভাবেই বিচার কার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে আদালত সমূহকে যথেষ্ট চাপের মধ্যে থেকে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হয়। তথাপিও দুর্নীতির মামলা সমূহে বিচারকগনকে মনে রাখতে হবে দুর্নীতি স্বভাবগতভাবেই অত্যন্ত গোপনীয়তার সাথে সংঘটিত হয়। তাছাড়া সচেতনতার অভাবে অনেক ভূক্তভোগীও দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এগিয়ে আসতে ভয় পায়। দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত কালো টাকার জোরে স্বাভাবিকভাবেই দুর্নীতিবাজেরা বিচারিক প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করার সমুদয় পন্থা অবলম্বন করে। কালো টাকার বলে তারা অনেক সময় নামী দামী আইনজীবি নিয়োগ করে আইনের সুক্ষ ফাঁকফোকড় গলে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট থাকে।
এক্ষেত্রে, আদালত বা বিচারকগন তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে অনেক সময় আইনের যান্ত্রিক প্রয়োগকে উৎসাহিত না করে ন্যায় বিচার সম্পাদনের স্বার্থে যথাযথ আদেশ দিতে পারেন। আইনের প্রতিষ্ঠিত নীতি হচ্ছে আইনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা ন্যায় বিচার সম্পাদনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। এছাড়াও প্রসিকিউশন

পক্ষে উপস্থাপিত সাক্ষ্য প্রমান যদি সার্বিক বিচারে প্রমান করে যে অভিযুক্ত আসামী দোষী, তবে জনস্বার্থে উক্ত আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করাই সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

কোন আসামী আইনের যান্ত্রিক প্রয়োগের মাধমে তার মৌলিক বা আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী রাখতে পারেন না। সুতরাং সাক্ষ্য প্রমানের খুঁটিনাটি ভূলত্রুটি সত্বেও যদি সার্বিক বিচারে আদালতের নিকট এটি প্রতীয়মান হয় যে কোন আসামী সন্দেহাতীতে ভাবে দোষী প্রমানিত হয়েছে, তবে তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করাই আদালতের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। অন্যথায় জনগনের কাছে ভূল বার্তা পৌছাবে এবং জনগন বিচার প্রক্রিয়ার উপর তাদের আস্থা হারিয়ে ফেলবে।

উপসংহার

দুর্নীতি দমন বা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে সমাজের একটি দৃঢ় নৈতিক অবস্থানের কোন বিকল্প নেই। এই নৈতিক অবস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে যেটি প্রয়োজন সেটি হলো সর্বস্তরে সকলের সচেতনতা। এই সচেতনতা তৈরীতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে আইনজীবিগণ। আদালত এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে। এটা অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সকলকে মনে রাখতে হবে যে দুর্নীতি আইনের শাসন ও সুশাসনের অন্তরায়। দুর্নীতির বিরুপ প্রভাব একটি জাতির অগ্রগতিকে থমকে দেয়। একটি দেশের সাংবিধানিক বুননকে ধ্বংসে দুর্নীতিই মূল কারণ হিসেবে যুগে যুগে চিহ্নিত হয়েছে। সুতরাং বিচার বিভাগকে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে জনগনের কাছে এ বার্তা পৌছে দিতে হবে যে দুর্নীতি করে কেউ পার পাবে না। বিচার বিভাগের এই ভূমিকায় সহায়ক অবস্থান একমাত্র আইনজীবিরাই নিতে পারেন। সর্বোপরি আমরা চাই আইনের শাসনের জয় হোক এবং আমাদের সোনার বাংলা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করুক।

সার-সংক্ষেপ

* দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আইনী কাঠামো, দুর্নীতি প্রতিরোধে নিয়োজিত জনবলের অপ্রতুলতা, বিচারিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা ইত্যাদি মাথায় রেখে আমাদের উচিত হবে দুর্নীতি প্রতিরোধ বা দমন প্রক্রিয়ায় ততটুকু আলোকপাত করা যতটুকু দুর্নীতি দমনে আমাদের সামর্থ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
* আমাদের দেশে জবাবদিহীতার যে প্রক্রিয়া তা অত্যন্ত দূর্বল, এক অর্থে প্রায় নেই বললেই চলে। সে কারনেই ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে অবৈধভাবে অর্থ উপার্জন একটি নিত্ত নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিনত হয়েছে। আপাত: দৃষ্টিতে আইনের শাসনের অভাব, সুশাসনের অভাব, জবাবদিহীতার অভাব এবং বিচারহীন সংস্কৃতির কারনেই দুর্নীতি ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে।
* দুর্নীতির তীব্র বিরুপ প্রভাবের কারনে প্রতিনিয়ত সাধারন মানুষের আইনগত ও মৌলিক অধিকার দুটোই খর্ব হয়। সমাজে সকল পর্যায় থেকে প্রতিযোগীতা হারিয়ে যায় এবং মেধাবীরা হতাশায় ডুবে গিয়ে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী দেশের উন্নয়নে অবদান রাখার সুযোগ পায় না। ফলে সকলস্তরে যথাযথ মানের অবনতি ঘটে এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ ধীরে ধীরে অকার্যকর কাগুজে প্রতিষ্ঠানে পরিনত হয়।
* 'দুদক আইন, ২০০৪' প্রনয়নে যে চেতনা কাজ করেছে তা হলো 'প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে ভালো'।
* দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জাতি গঠনে নীতিনৈতিকতার বিষয়ে শিক্ষা প্রদানের ব্যাপারটিকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপ হিসেবে মানুষের মধ্যে দুর্নীতি বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধিতে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে। সমষ্টিগত প্রতিরোধের মাধ্যমেই দুর্নীতি দমন সম্ভব হবে।
* যেকোন সচেতন আইনজীবি দেশের প্রতি তার দায়বদ্ধতার অবস্থান থেকে প্রথমেই দেখবেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিটি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার মতো যথেষ্ট উপাদান ওই মামলায় আছে কিনা। যে সকল আইনজীবি প্রসিকিউশন পক্ষে কাজ করবেন তাদের উচিত হবে অত্যন্ত যত্নের সাথে দুর্নীতির যে অভিযোগ যে সম্পর্কিত সাক্ষ্য প্রমাণ যথাযথভাবে আদালতের সামনে তুলে ধরা এবং অভিযোগ প্রমানে সচেষ্ট হওয়া।
* আদালতে মামলা ছাড়াও সচেতন আইনজীবিগন নিজ নিজ এলাকায় দুর্নীতির বিরুদ্ধে এবং দুর্নীতির বিরুপ প্রভাব সমাজে যে অস্থিরতার সৃষ্টি করে সে ব্যাপারে জনগনকে সচেতন করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারেন।
* আদালত বা বিচারকগন তাদের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বলে অনেক সময় আইনের যান্ত্রিক প্রয়োগকে উৎসাহিত না করে ন্যায় বিচার সম্পাদনের স্বার্থে যথাযথ আদেশ দিতে পারেন। সাক্ষ্য প্রমানের খুঁটিনাটি ভূলত্রুটি সত্বেও যদি সার্বিক বিচারে আদালতের নিকট এটি প্রতীয়মান হয় যে কোন আসামী সন্দেহাতীত ভাবে দোষী

প্রমানিত হয়েছে, তবে তাকে আইন অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত করাই সংবিধানের মূল চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

* দুর্নীতি দমন বা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সমষ্টিগতভাবে সমাজের একটি দৃঢ় নৈতিক অবস্থানের কোন বিকল্প নেই। এই সচেতনতা তৈরীতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে আইনজীবিগণ। আদালত এ ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষকের ভূমিকা পালন করতে পারে।

* সর্বোপরি আমরা চাই আইনের শাসনের জয় হোক এবং আমাদের সোনার বাংলা মুক্তিযুদ্ধের সঠিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো উত্তরোত্তর সফলতা অর্জন করুক।

সকলকে এতক্ষন ধৈর্য্য সহকারে আমার বক্তব্য শোনার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আশা করি ভূল ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

সকলকে ধন্যবাদ।